গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ২০ সংখ্যা | ৫ - ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

অতিমারির মধ্যেও বেপরোয়া লুঠ

অগাধ সম্পদ বাড়ল ধনকুবেরদের

২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের এক বিস্ফোরক রিপোর্ট সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। রিপোর্টটি আন্তর্জাতিক উপদেষ্টা সংস্থা অক্সফ্যামের। রিপোর্ট দেখিয়েছে, গত মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে লকডাউন জারি করার পর অর্থনৈতিক কাজকর্ম অনেকটাই স্থবির হয়ে গেলেও ভারতের প্রথম ১০০ জন পুঁজিপতির সম্পদ বেড়েছে প্রায় ১৩ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থাৎ এদের মাথাপিছু গড় সম্পদবৃদ্ধির পরিমাণ ১৩ হাজার কোটি টাকা। আর এই সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির অতি ঘনিষ্ঠ ধনকুবের রিলায়েন্সের কর্ণধার মুকেশ আম্বানির সম্পদ বেড়েছে ঘন্টায় ৯০ কোটি টাকা।

অক্সফ্যাম রিপোর্ট

এটাকে যদি ভারতীয় অর্থনীতির উজ্জ্বল দিক ধরা হয়, তবে অন্ধকারের দিকটি হল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সীমাহীন দারিদ্র, অনাহার, অপুষ্টি। রিপোর্ট দেখিয়েছে, দেশের গরিবদের ২৪ শতাংশের রোজগার মাসে তিন হাজার টাকা। অর্থাৎ, দৈনিক রোজগার ১০০ টাকা, যা দিয়ে চূড়ান্ত মূল্যবৃদ্ধির বাজারে চারজনের একটা পরিবারের একবেলার ভরপেট নিরামিষ খাবারটুকুই জুটবে না। শুধু গরিবদের ২৪ শতাংশই নয়, পুরো গরিব অংশ, নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত অংশের অর্থনৈতিক অবস্থাও যে সংকটজনক, সেটা তো ধারাবাহিক মন্দাই দেখিয়ে দিচ্ছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন দফায় দফায় কোটি কোটি টাকার ত্রাণ প্যাকেজ পুঁজিপতিদের দিলেও যে শিল্পে প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে না সেটাই দেখিয়ে দেয় জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বা রোজগার কত তলানিতে।

কেন এই বৈপরীত্য? কেন এই উৎকট ধনবৈষম্য? পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত সংবাদমাধ্যম এর দায় করোনা সংক্রমণের জন্য ঘোষিত লকডাউনের উপর চাপিয়েছে। কিন্তু তথ্য বলছে, করোনার বহু আগে থেকেই চলছে এই পরিস্থিতি ২০০৯ সালের পর থেকে এ দেশে ধনকুবেরদের সম্পদ বেড়েছে ৯০ শতাংশ। জনগণের আয় নেমেছে তলানিতে।

শুধু ভারতেই এ চিত্র নয়, বিশ্বজুড়েই সব পুঁজিবাদী দেশেই একই অবস্থা। অক্সফ্যাম দেখিয়েছে, এই করোনা কালে বিশ্বে ৫০০ জন ধনীতম পুঁজিপতির সম্পদ বেড়েছে ৮০৯ বিলিয়ন ডলার। আর তার ধাক্কায় এই সময়ে ১০০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১০ কোটি মানুষ প্রবল দারিদ্রে নিমজ্জিত হয়েছে। এই ধনবৈষম্য গোটা বিশ্বেই ভারসাম্যের সঙ্কট তৈরি করছে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে নানা আন্দোলনে।

দুয়ের পাতায় দেখুন

উত্তরপ্রদেশের মুজফফরনগরে কৃষকদের মহাপঞ্চায়েত। ২৯ জানুয়ারি। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের ওপর বিজেপি এবং তার গুণ্ডাবাহিনীর আক্রমণের বিরুদ্ধে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ জুড়ে ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে কৃষকরা আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে এমন অসংখ্য মহাপঞ্চায়েতের আয়োজন করে চলেছেন।

কৃষক আন্দোলন প্রমাণ করছে জনগণই আসল শক্তি

প্রধানমন্ত্রী নাকি এখন কৃষক নেতাদের একটা ফোনের জন্য অপেক্ষা করছেন? আলোচনায় বসার জন্য তিনি নাকি তৈরি! দেড় বছরের জন্য কৃষি আইন স্থগিতের কথা বলতে হচ্ছে তাঁকে! প্রমাণ হচ্ছে, চরম উদ্ধত, অগণতান্ত্রিক একটা সরকারের কানে জল ঢোকাতে পেরেছেন কৃষকরা। অনেক মূল্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর এই পরিকল্পিত মৌনতা ভাঙতে তাঁরা বাধ্য করেছেন। কিন্তু শুধু এর জন্য তাঁরা দু'মাসের বেশি খোলা আকাশের নিচে বসে থাকেননি। যে ১৫০-র বেশি কৃষক প্রবল ঠাণ্ডায় জমে মৃত্যু বরণ করলেন তবু বাড়ি ফিরে গেলেন না, যাঁরা আন্দোলনকে আরও উচ্চস্তরে নিয়ে যেতে আত্মাহুতি দিলেন, তাঁরা তো এইটুকু শুকনো প্রতিশ্রুতির জন্য প্রাণ বলিদান দেননি। তাই কৃষকরা সরকারকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, কোনও টালবাহানা নয়, তিন কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০ অবিলম্বে বাতিল বলে ঘোষণা করো। অবিচল নিষ্ঠায় আন্দোলনের সংকল্পে অটল থাকা কৃষক সমাজ নিশ্চিত, এই দাবি তাঁরা আদায় করবেনই। তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, সরকারের অত্যাচার, অপপ্রচার, পুলিশের লাঠি, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের টাকার জোরে বিকিয়ে যাওয়া মন্ত্রী-নেতা-প্রশাসনযন্ত্র-সংবাদমাধ্যম-গুণ্ডাবাহিনী কেউ শেষ কথা বলে না। বলে, জনগণের সংগঠিত শক্তি। শেষ কথা বলতে পারে সচেতন সংঘবদ্ধ গণজাগরণ।

দুয়ের পাতায় দেখুন

বাজেটে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থরক্ষার দামামা

কেন্দ্রীয় বাজেটের ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানিয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১ ফেব্রুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, "আর্থিক দারিদ্র এবং করোনার আঘাতে বিপর্যস্ত সাধারণ মানুষ যখন তাদের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর জন্য সরকারের কাছ থেকে আর্থিক ভরতুকি ও অন্যান্য সহায়তা পাওয়ার প্রতীক্ষায় ছিল, তখন বিজেপি সরকারের বার্ষিক বাজেটে দেখা গেল, অর্থমন্ত্রী জনজীবনের কঠিন সমস্যাগুলির একটিকেও স্পর্শ করলেন না। চূড়ান্ত বেকারি, ক্রমবর্ধমান ছাঁটাই, কলকারখানা-শিল্পের ব্যাপক ক্লোজার, ভয়ানক মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রোপণ্যের বিপুল দামবৃদ্ধি, কৃষকদের ফসলের ন্যায্য মূল্য না পাওয়া— ইত্যাদি যেসব সমস্যা জনজীবনকে পীড়িত করে চলেছে, তার একটিরও উল্লেখ অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে পাওয়া যায়নি। পরিবর্তে বাজেট ভাষণে পাওয়া গেল নিজেদের পিঠ-চাপড়ানো কিছু

চারের পাতায় দেখুন

বঞ্চিত মিড-ডে মিল কর্মীরা রাস্তায়

২৮ জানুয়ারি এসপ্ল্যানেড

সংবাদ তিনের পাতায়

জনগণই আসল শক্তি

একের পাতার পর

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভেবেছিল অপপ্রচার, পুলিশি জুলুম আর আরএসএস-বিজেপির গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডবেই ভেঙে যাবে ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন। ২৬ জানুয়ারি কৃষক প্যারেডের বদনাম করতে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার কম কিছু করেনি। তাদের ধামাধরা কর্পোরেট সংবাদমাধ্যমও প্রচার করে গেছে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাকেই। অথচ লক্ষাধিক কৃষকের ট্রাক্টর প্যারেড ওই দিন যে শৃঙ্খলা এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে গণআন্দোলনের ইতিহাসে তা অনন্য। ২৬ জানুয়ারি লালকেল্লায় একেবারেই বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনাকেই প্রচারের প্রধান বিষয় করে তুলে বিজেপি সরকার ভেবেছিল তারা এই সুযোগে কৃষক আন্দোলন ভেঙে দিতে পারবে। ভেবেছিল দেশের সাধারণ মানুষের দেশপ্রেমের বোধকে ভুল পথে চালনা করে সস্তা প্রচারের ঝড় তুলতে এবারও ওরা সফল হবে। কিন্তু সত্য চাপা দিতে পারেনি ওরা। যেমন পারেনি এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনকে ভেঙে দিতে।

বুটের তলায় 'গণতন্ত্র'। সিংঘু সীমান্ত, ২৯ জানুয়ারি।

বিপরীতে দেখা গেল ২৮ জানুয়ারি ভোর থেকেই উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার কৃষক ট্রাক্টারে, বাইকে মিছিল করে চলেছেন ধরনা অভিমুখে। উত্তরপ্রদেশের জেলায় জেলায় হাজার হাজার কৃষক রাত জেগে মহাপঞ্চায়েতে যোগ দিয়েছেন। সিদ্ধান্ত নিয়েছেন লাঠি চলুক, গুলি চলুক, সরকার যত দমন পীড়ন চালাক, আন্দোলন থেকে তাঁরা পিছু হটবেন না। ৩১ জানুয়ারির মধ্যেই গাজিপুর-দিল্লি সীমান্ত জনসমুদ্রের রূপ নিয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানার কৃষকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রতিটি ঘর থেকে অন্তত একজন সামিল হবেন ধরনায়। একই ভাবে এগিয়ে এসেছেন রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড, বিহার সহ প্রায় সারা ভারতের কৃষক। সিংঘু এবং টিকরি বর্ডারও একইভাবে জনসমুদ্রের আকার নিয়েছে। আন্দোলনের খবর যাতে না ছড়ায় তার জন্য সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছে দিল্লি সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায়। দমেননি কৃষকরা, তাঁরা মন্দির মসজিদের মাইক ব্যবহার করে ছড়িয়ে দিচ্ছেন আন্দোলনের বার্তা। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে আন্দোলকারী কৃষকের সংখ্যা।

নতুন করে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন দেশের অগণিত কৃষক-শ্রমিক-ছাত্র যুব। সংযুক্ত কিসান মোর্চা এবং এ আই কে কে এম এস নেতৃবৃন্দ সমগ্র কৃষক সমাজ তথা দেশের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন সরকারের চক্রান্ত ব্যর্থ করে যে আন্দোলন আবার নতুন শক্তিতে মাথা তুলেছে তাকে বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সংকল্পে অটল থাকতে।

আন্দোলন ভাঙার চেষ্টা সরকার এবং আরএসএস-বিজেপি শুরু থেকেই করেছে। নভেম্বর মাসের শেষেই কৃষকরা যখন দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন, তাঁদের আটকাতে দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধেই কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশের আরএসএস-বিজেপি পরিচালিত রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার। তাঁদের দিল্লির সীমান্তেই আটকে দিতে রাস্তা কেটে দিয়েছে, বিশাল ব্যারিকেড তৈরি করেছে পুলিশ। কৃষকরা পুলিশের মারে ক্ষত-বিক্ষত দেহ কিন্তু সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ সজীব মন নিয়েই অবস্থান চালিয়ে গেছেন ওই দিল্লি সীমান্তের অঞ্চলগুলিতেই।

২৬ জানুয়ারি সরকারের মদতেই তৈরি কিছু ঘটনা নিয়ে সরকারি প্রচারের তোড়ে কৃষকরা সামান্য থমকে গিয়েছিলেন। যার সুযোগে উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সরকার ২৭ জানুয়ারির মধ্যেই পুলিশের লাঠির জোরে গাজিপুরে কৃষক ধরনা ভেঙে দিতে উঠেপড়ে লেগেছিল। জল, আলো, বন্ধ করে দিয়ে, খাবার পেতে বাধা দিয়ে ভেবেছিল কৃষকদের মনোবল ভেঙে দেবে। পুলিশ এসে গাজিপুরে আদেশ জারি করেছিল, অবিলম্বে ধরনাস্থল খালি করে দিতে হবে। হরিয়ানা থেকে দিল্লি ঢোকার অন্যতম পথ সিংঘু এবং টিকরি সীমান্তে, যেখানে দু'-মাসেরও বেশি সময় ধরে কৃষকরা তাঁদের শান্তিপূর্ণ অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেও দিল্লি এবং হরিয়ানা পুলিশ হুমকি দিয়েছিল অবিলম্বে ধরনা তুলে নিয়ে এলাকা খালি করতে হবে। বর্বরতা এখানেই শেষ নয়, আরএসএস-বিজেপি বাহিনী পুলিশের উপস্থিতিতে কৃষকদের উপর বোমা ছুঁড়েছে, পাথর ছুঁড়েছে, মহিলাদের তাঁবুগুলিতে পর্যন্ত হামলা চালিয়েছে। তারা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়ে বলেছে, দিল্লি পুলিশ আমাদের সাথেই আছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনে চলা দিল্লি পুলিশ কর্তৃপক্ষও তার কোনও প্রতিবাদ করেনি। বরং তারা কৃষকদের উপরেই লাঠিচার্জ করেছে। কৃষক আন্দোলনকারীকে মাটিতে ফেলে পুলিশ যে ভাবে বুট দিয়ে পিষেছে, তা মার্কিন বর্ণবিদ্বেষী পুলিশের হাতে জর্জ ফ্লয়েডের হত্যাকাণ্ডকেই মনে করিয়ে দিয়েছে। কৃষক নেতাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দিয়েছে, তাঁদের নামে 'লুক আউট' বা নজরবন্দির নোটিস জারি করেছে। কৃষক আন্দোলন এবং তার উপর সরকারের অত্যাচারের সংবাদ যাতে না প্রকাশিত হতে পারে তার জন্য প্রশাসন কৃষক ধরনা এলাকাগুলিতে ইন্টারনেট পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে শুধু তাই নয়, সাংবাদিকদের উপর শুরু করেছে নিপীড়ন। রাজদীপ সারদেশাই, মৃণাল পাণ্ডে সহ ৬ জন সিনিয়ার সাংবাদিকের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের মামলা দেওয়া হয়েছে। 'দ্য ওয়্যার' পোর্টালের প্রধান এবং ভারত বিখ্যাত সাংবাদিক সিদ্ধার্থ বরদারাজনের বিরুদ্ধেও মারাত্মক অভিযোগে মিথ্যা মামলা করেছে উত্তরপ্রদেশের পুলিশ। সিংঘু বর্ডারের কৃষক ধরনার উপর যারা 'স্থানীয় গ্রামবাসী' সেজে হামলা চালিয়েছিল, তারা যে আসলে নানা রাজ্য থেকে জড়ো হওয়া আরএসএস-বিজেপি কর্মী— এই সত্য তুলে ধরার পরেই সাংবাদিক মনদীপ পুনিয়া ও ধর্মেন্দ্র সিংকে গ্রেপ্তার করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায় পুলিশ। ধর্মেন্দ্রকে পরে ছেড়ে দিলেও মনদীপকে জেলে ভরেছে তারা। বর্বরতায় যুদ্ধক্ষেত্রকেও ছাড়িয়ে গেছে বিজেপি সরকারের প্রশাসন।

এই বর্বরতাকে উপেক্ষা করেই গ্রামবাসীরা কৃষকদের জন্য খাবার নিয়ে, জল নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন ধরনা স্থলে। যে স্বেচ্ছাসেবকরা কৃষকদের খাবার, জল, ওষুধ নিয়ে যাচ্ছেন পুলিশ তাদের আটকে দিচ্ছে, এমনকি গ্রেপ্তারও করছে। জলের ট্যাঙ্কার পর্যন্ত যেতে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু জনগণের থেকেই রসদ পাচ্ছে কৃষক আন্দোলন। সে রসদ শুধু খাবার কিংবা জলেই সীমাবদ্ধ নয় আসল রসদ তাঁরা পাচ্ছেন জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন, ভালবাসা, সহমর্মিতার মধ্যে। আন্দোলনের ময়দানে প্রজ্জ্বলিত সংগ্রামের অগ্নিশিখায় পুড়ে খাঁটি আর দৃঢ় হয়ে উঠছে এই সব ইস্পাত। আন্দোলন তৈরি করছে নতুন নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা। ভোটবাজ সংসদীয় দলগুলির যে নেতারা রোজ কাগজে, টিভিতে, টুইটারে বিরাজ করেন, তাঁদের প্রবেশাধিকার দেয়নি কৃষক আন্দোলন। আন্দোলনের মধ্যেই জনগণ তার নেতা তৈরি করছে। খুঁজে চলেছে প্রকৃত পথ।

এই ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন দেখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে জনগণের প্রকৃত শক্তি কী হতে পারে! দেখিয়ে যাচ্ছে ভোটের বাক্সে রঙ-বেরঙের নেতা আর দল পাল্টে নয়, অধিকার অর্জন করতে গেলে এই মাটিতে দাঁড়িয়েই লড়তে হবে মানুষকে। দেখিয়ে যাচ্ছে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্য দশাকে। যেখানে লক্ষ লক্ষ কৃষকের দু'মাস ধরে ধরনা, দেড় শতাধিক মৃত্যু, শত শত মায়ের চোখের জল, পরিবারের হাহাকার, কোনও কিছুই গণতন্ত্রের তথাকথিত রক্ষক বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বিচলিত করে না। যে কৃষকরা দেশের সকল কৃষক, সকল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের অধিকার রক্ষার দাবি তুলে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন শান্তিপূর্ণভাবে, দেশের সরকার তাদেরই বলে দেশদ্রোহী! ওদের কাছে দেশ মানে দেশের জনগণ নয়। ওদের কাছে দেশ হল মুষ্টিমেয় কর্পোরেট পুঁজি মালিক। দেশের স্বার্থ মানে ধনকুবেরদের স্বার্থ!

ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন জন্ম দিয়েছে এক উন্নত নৈতিকতার। যে নৈতিকতা নিয়ে একদিন ভগৎ সিংয়ের মা সন্তানকে ফাঁসির দড়ি পরার আগে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিতে বলেছিলেন, সে নৈতিকতার ছাপ আজ কৃষক আন্দোলনে পড়েছে। লড়ছেন যাঁরা মাসের পর মাস, তাঁদের পরিবারের অভাব, চাষ করতে না পারা, এমন শত সমস্যা আছেই, তবু সব ভুলে লক্ষ লক্ষ মানুষ একই লক্ষ্যে অবিচল— সকলের জন্য দাবি আদায় করেই তাঁরা ঘরে ফিরবেন। ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে জনজোয়ারের জন্ম হয়েছে তার অভিজ্ঞতায় তাঁরা নিশ্চিতভাবে অনুভব করছেন, শুধু আইন বাতিলের দাবি আদায় করলেই হবে না, দেশের জল-মাটি-সম্পদকে নিজেদের তাঁবে দখল করে রেখেছে যে পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের স্বার্থে চলা এই বুর্জোয়া গণতন্ত্রের মুখোশটা খুলে দিতে হবে। সেই কাজটা অনেকটাই করে চলেছে এই আন্দোলন। একে আরও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে হলে দেখিয়ে দিতে হবে, একজন বা দু'জন কোনও পুঁজিপতি কিংবা কর্পোরেট মালিক নয়, গোটা বুর্জোয়া ব্যবস্থাটাই তাঁদের লুঠ করছে। সেই ব্যবস্থাকেই সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে শোষণহীন নতুন সমাজের প্রস্তুতিতে এই আন্দোলন একটা দিশা হয়ে থাকবে।

সম্পদ বাড়ল ধনকুবেরদের

একের পাতার পর

এই বৈষম্যের আরেকটি দিক লক্ষণীয়। অক্সফ্যাম দেখিয়েছে বিশ্বে পুঁজিপতিদের গড় সম্পদ বৃদ্ধির পরিমাণ ১৯ শতাংশ হলেও ভারতীয় পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ মোদি সরকার ঢেলে পুঁজিপতিদের ত্রাণ প্যাকেজ দিয়ে তাদের সম্পদ বাড়িয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে দিয়েছে শ্রমিক শোষণের বাড়তি সুযোগ। শ্রমিকদের বেতন হ্রাস, কাজের ঘন্টা বাড়ানো, শ্রমিকদের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে এই সম্পদের পাহাড় তারা গড়েছে। শ্রম আইন মালিকদের স্বার্থে এমনভাবে পাল্টানো হয়েছে যাতে তাদের মুনাফার সুবর্ণ সুযোগ তৈরি হয়। তাতে শ্রমিক সর্বস্বান্ত হলেও কোনও পরোয়া নেই। এই পুঁজিপতিদের মুনাফা আরও বৃদ্ধির রাস্তা করে দিতে কৃষি আইনকে পাল্টেছে মোদি সরকার। কোটি কোটি কৃষক শ্রমিককে নিঃস্ব করে এভাবেই একচেটিয়া মালিকরা মুনাফার প্রেত নৃত্য করছে। এ জিনিস সচেতন মানুষ মানতে পারে না। অশিক্ষায় বা বিভ্রান্তির মোহে আচ্ছন্ন কিছু মানুষ সাময়িক এই ধনবৈষম্য মানলেও চিরকাল যে মানবে না— দেশের নানা প্রান্তে বেড়ে চলা বিক্ষোভ তা দেখিয়ে দিচ্ছে।

কিছু বুদ্ধিজীবী বলছে ধনের সমবণ্টন করলেই সমস্যা মিটবে। কিন্তু তা কি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্ভব? পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় দায়বদ্ধ। সম্পদের সমবন্টনের দায়বদ্ধতা সে পালন করতেই পারে না। এখানেই পুঁজিবাদের সীমাবদ্ধতা। তাই প্রয়োজন শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের রাজ কায়েম করা। না হলে এই ধনবৈষম্যের থেকে বাঁচার পথ নেই।

অক্সফ্যাম রিপোর্ট প্রকাশের দিন থেকেই কেন্দ্রের মোদি সরকার কৃষক আন্দোলনকে 'বদনাম দিতে' জাতীয় লজ্জা, জাতীয় অবমাননা— এইসব কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু জাতি বলতে যদি মানুষ বোঝায় তাহলে অক্সফ্যাম যে উৎকট অসহ্য ধনবৈষম্য তুলে ধরেছে সেটাই প্রকৃত অর্থে জাতীয় লজ্জা। মানুষ তা থেকে বাঁচতে চাইছে, আন্দোলনের মশাল জ্বালাচ্ছে, এটাই তো গৌরবের।

‘পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্যে’ এ কী তাণ্ডব!

ক্যাপিটল ভবনে হামলা

বুর্জোয়া গণতন্ত্র যে আজ কতটা অন্তঃসারশূন্য ফাঁপা খোলসে পরিণত হয়েছে, তা ‘পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের স্বর্গরাজ্যে’ নজিরবিহীন তাণ্ডবে আরও একবার স্পষ্ট হল। ৬ ডিসেম্বর আমেরিকার প্রধান প্রশাসনিক ভবন ক্যাপিটলে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সমর্থকদের প্রবল তাণ্ডব সেই সত্যকেই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেল। এ ঘটনা এমন একটি দেশের যার শাসকরা নিজেদের গোটা পৃথিবীর গণতন্ত্রের রক্ষক বলে অবিরত জাহির করে। যে নির্বাচনী ব্যবস্থাটিকে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি বলে মনে করা হয়, ক্যাপিটলে শ্বেতাঙ্গবাদীদের এ দিনের তাণ্ডব সেই ব্যবস্থাটির ওপরেই সরাসরি পদাঘাত করল। পছন্দের প্রার্থী পরাজিত হওয়া মাত্র একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচনকে ধাপ্পাবাজি বলে দাগিয়ে দেওয়া এবং গায়ের জোরে ভোটের ফলাফল ভণ্ডুল করে দেওয়ার এই প্রচেষ্টা গণতন্ত্রের প্রতি বুর্জোয়া শাসকদের মনোভাব কী, তা প্রমাণ করে দিয়ে গেল। মার্কিন গণতন্ত্রের শবদেহে যে আবরণটুকু ছিল, ট্রাম্প-সমর্থকদের এই তাণ্ডব সেটুকুও সরিয়ে দিয়ে গেল।

ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদে বসেইছিলেন বিপুল কারচুপির অভিযোগ ঘাড়ে নিয়ে। কারচুপির অভিযোগের মধ্যেই নিজের মেয়াদ শেষ করলেন তিনি। এবারের নির্বাচনের বেশ আগে থেকেই ট্রাম্প ঘোষণা করে দেন যে কারচুপি না হলে ভোটে কোনও মতেই তিনি হারতে পারেন না। গণনা শুরু হওয়ার পর প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেনের থেকে পিছিয়ে পড়তে থাকার সঙ্গে সঙ্গে এই নির্বাচনকে সরাসরি ধাপ্পাবাজি বলে বিপুল শোরগোল শুরু করেন ট্রাম্প। সমাজমাধ্যম ও সংবাদমাধ্যমের একাংশকে পাশে নিয়ে নিজের সমর্থক শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের ক্রমাগত এই বলে উস্কানি দিতে থাকেন যে, বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থাবিরোধী উদারবাদীদের কারচুপিতেই হারছেন তিনি। দায়ের করেন ৬২টি মামলা, যদিও প্রতিটিতেই হারতে হয় তাঁকে। শেষ পর্যন্ত ৬ ডিসেম্বর যেদিন ক্যাপিটলে সেনেট সদস্যরা জড়ো হয়েছিলেন নির্বাচনের ফল আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করতে, সেদিন ট্রাম্পের উস্কানিতে তাঁর সমর্থক বর্ণবিদ্বেষী, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী দক্ষিণপন্থী কয়েকশো জনতা লন্ডভণ্ড করে দেয় মার্কিন গণতন্ত্রের প্রতীক এই ভবনটিকে। চলে লুটপাট, ভাঙচুর। মৃত্যু হয় পাঁচজনের।

এ কোনও আচমকা ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এই ভয়ঙ্কর ক্ষোভ-ক্রোধের পিছনে রয়েছে আমেরিকার সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বীভৎস আর্থিক বৈষম্য, ব্যাপক বেকারি ও চরম গরিবির মতো সমস্যাগুলি, কোনও শাসকই যার সমাধানের কোনও দিশা দেখাতে পারছে না। বর্তমান মুমূর্ষু পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখে এই সমস্যাগুলির সমাধান করা কারও পক্ষে সম্ভবও নয়, তা সে দেশ যত ধনীই হোক না কেন। সেই কারণেই অর্থ ও অস্ত্র ভাণ্ডারের বহরে গোটা বিশ্বের মাথায় চড়ে বসে থাকা আমেরিকাও আজ আর পাঁচটা পুঁজিবাদী দেশের মতোই অসংখ্য সংকটের আবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। গরিবি, বেকারি ও প্রবল আর্থিক বৈষম্যের ফাঁসে ছটফট করছে সংখ্যাগরিষ্ঠ খেটে-খাওয়া মানুষ। ‘মধ্যবিত্তের স্বপ্ন’ আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্ত অংশ আজ অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ে নিম্নবিত্তের জীবন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। চরম দারিদ্র, বেকারত্বের পাশাপাশি সমাজের বীভৎস আর্থিক বৈষম্যের চেহারাটা সাম্প্রতিক করোনা অতিমারিতে আরও প্রকট হয়েছে।

এই অবস্থায় অসংখ্য সমস্যায় জর্জরিত অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের শাসকদের মতোই দক্ষিণপন্থাকে আশ্রয় করে সমাজের একটি অংশকে টার্গেট করে, যাবতীয় সমস্যার দায় তাদের ওপর চাপিয়ে নিজেদের পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা করছে মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণি। ট্রাম্প তাদেরই প্রতিনিধি। বস্তুত ট্রাম্প প্রথম নন, মার্কিন সমাজে বিদ্বেষের বীজ বোনার কাজ বহু আগেই শুরু করেছেন তাঁর পূর্বতন শাসকরা। আগে যে আড়ালটুকু ছিল, পুঁজিপতি শ্রেণির ত্রাতা হিসাবে চ্যাম্পিয়ন সাজতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প সে সব ছুঁড়ে ফেলে একেবারে নগ্ন ভাবে শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী বর্ণবিদ্বেষ, অভিবাসী বিদ্বেষের আগুন উস্কে দিয়েছেন। বেকারি, গরিবি, বৈষম্য, শিক্ষা ও চিকিৎসা না মেলার মতো সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির জন্য কৃষ্ণাঙ্গ ও অভিবাসী মানুষকে দায়ী করে সে দেশের শ্বেতাঙ্গ মধ্যবিত্তের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন ট্রাম্প। বিজ্ঞানবিরোধী, যুক্তিহীন, দক্ষিণপন্থী, বর্ণবিদ্বেষী আধিপত্যবাদের উস্কানি দিয়ে ক্রমাগত উত্তেজিত করে তুলেছেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার চূড়ান্ত সংকটে জর্জরিত দেশের শ্বেতাঙ্গ সমাজের বঞ্চিত ও ক্ষুব্ধ ব্যাপক অংশটিকে। এই কাজে ট্রাম্পকে পুরো মদত দিয়েছে কর্পোরেট পরিচালিত মার্কিন মিডিয়া। এরই ফল এদিনের হামলা।

শুরু থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী মানসিকতার প্রকাশ দেখে শিউরে উঠেছে গোটা বিশ্ব। তাঁর চরম ঔদ্ধত্য, কৃষ্ণাঙ্গ ও অভিবাসীদের প্রতি বর্ণবাদী বিদ্বেষ, উদ্বাস্তুদের প্রতি চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা, পুরুষতান্ত্রিক অশালীন নানা মন্তব্য ও নারীঘটিত কেলেঙ্কারির একের পর এক উন্মোচন দেখতে দেখতে শুধু আমেরিকা নয়, গোটা পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই নির্বাচনে তাঁর পরাজয় চাইছিলেন। ক্ষমতা থেকে আপাতত উৎখাত হয়েছেন ট্রাম্প। কিন্তু সংকটগ্রস্ত মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণি যে ফ্যাসিবাদী, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদী, বিদ্বেষী মনোভাব সমাজ জুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছে, ট্রাম্পের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কি তা দূর হয়ে যাবে? সন্দেহের কারণ নেই— তা যাবে না। বিশ্ব জুড়ে ধিক্কৃত ট্রাম্প এবারের নির্বাচনেও একটা বড় অংশের মানুষের ভোট পেয়েছেন। এমনকি ক্যাপিটল ভবনে হামলার এই ঘটনা সমর্থন করেছেন রিপাবলিকান পার্টির ৪৫ শতাংশ সমর্থক! বাস্তবে আমেরিকায় গত বেশ কয়েক বছর ধরেই নব্য ফ্যাসিস্টদের উত্থান লক্ষ করা যাচ্ছে। একের পর এক ঘটনায় মার্কিন সমাজের আপাত উদার, গণতান্ত্রিক আবরণ ছিঁড়ে ফুটে বেরোচ্ছে ভিতরে লুকিয়ে থাকা বর্ণবিদ্বেষী, শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীদের অস্তিত্বের ব্যাপকতা। মার্কিন পুঁজিপতি শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় ট্রাম্প এই অংশটির ‘হিরো’ সেজে বসেছিলেন। আগামী দিনে মার্কিন অর্থনীতির সংকট আরও বাড়বে। আজ ট্রাম্প সরে গেলেও আগামী দিনে সেই সংকটের থেকে দৃষ্টি ঘোরাতেই মার্কিন বুর্জোয়া শ্রেণি আবার নতুন ‘ট্রাম্প’কে খুঁজে নেবে।

ইউরোপের বহু দেশেও আজ একই চিত্র। সেখানেও পুঁজিবাদী সংকটের সর্বব্যাপক আক্রমণের সামনে পড়া সাধারণ মানুষের অভিযোগের বর্শামুখ ঘুরিয়ে দিতে ধর্ম, গায়ের রঙ বা অন্য কোনও বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজের একটি অংশের মানুষকে চিহ্নিত করে তাদের বলির পাঁঠা বানাচ্ছে শাসকরা। সেই প্ররোচনায় পা দিয়ে গরিবির চাবুক খাওয়া বহু কর্মহীন যুবক ‘নয়া নাৎসি’ বনে যাচ্ছে। সমাজে বাড়বাড়ন্ত হচ্ছে দক্ষিণপন্থার। ঠিক একই কারণে ভারতের মাটিতেও পুঁজিপতি শ্রেণি মদত দিচ্ছে দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলিকে। সেগুলিকে প্রচার দিচ্ছে, অর্থ জোগাচ্ছে। তাই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে অনায়াসে বন্ধুত্ব হয়ে যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। মোদি ও তাঁর দলবল ট্রাম্পের মতোই কুসংস্কার, উগ্র জাতীয়তা ও ধর্মবিদ্বেষে উস্কানি দেয়, সংকটে জর্জরিত সাধারণ মানুষের ঐক্য নষ্ট করার অপচেষ্টা চালায়। ক্যাপিটল বিল্ডিংয়ে দুর্বৃত্তদের হামলায় তাই ভারতের জাতীয় পতাকা হাতে এক অভিবাসী ভারতীয়কেও দেখা যায় যিনি ট্রাম্পের অন্ধ ভক্ত।

ট্রাম্প-মোদিরা দেশে দেশে একই সংকটগ্রস্ত পুঁজিপতিদের প্রতিনিধি। যতদিন মানুষের ওপর মানুষের শোষণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অন্তিম শ্বাসের জন্য হাঁসফাঁস করতে থাকবে, ততদিন শাসকরা নিজেদের কোনও ক্রমে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে সমাজে এমনই চরম দক্ষিণপন্থা ও অন্ধ বিদ্বেষের বিষ ছড়াবার কাজে এমন সব প্রতিনিধিদেরই বেছে নেবে। আর তারা এভাবেই পুঁজিবাদের শেষ আশ্রয় ফ্যাসিবাদের জমি তৈরির অপচেষ্টা চালাবে। গণতন্ত্র টিকে থাকবে শুধু সংবিধানের পাতায় ছাপা কালো অক্ষরগুলিতে আর সংসদ ভবনের সুসজ্জিত কাঠামোয়। সে সব ভেদ করে ক্যাপিটল ভবনে হামলার মতো ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝেই বে-আব্রু হয়ে পড়বে পচা গলা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কদাকার চেহারাটা।

আন্দোলনে মিড-ডে মিল কর্মীরা

মিড-ডে মিল কর্মীদের প্রতি বঞ্চনার প্রতিবাদে ২৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ করল সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়ন। এ দিন ১০ হাজারের বেশি মিড-ডে মিল কর্মী কলকাতার সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে মিছিল করে ডোরিনা ক্রসিং-এ রাস্তা অবরোধ করেন। মিড-ডে মিল প্রকল্পকে বেসরকারিকরণের প্রস্তাবের প্রতিলিপিতে অগ্নিসংযোগ করেন রাজ্য সম্পাদিকা সুনন্দা পণ্ডা। এর পর রানি রাসমণি অ্যাভিনিউতে বিক্ষোভ সমাবেশে হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সনাতন দাস। বক্তব্য রাখেন রাজ্য নেতৃত্ব নিখিল বেরা, বেলা পাল, মাহাফুজা বিবি, শ্যামলী হালদার, অনিতা মাহাতো, মমতা মণ্ডল প্রমুখ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সর্বভারতীয় সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, পশ্চিমবঙ্গ অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড হেল্পার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা মাধবী পণ্ডিত এবং এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তীব্র বঞ্চনার শিকার মিড ডে মিল কর্মীরা। সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল কর্মীরা দুপুরে ছাত্র-ছাত্রীদের গরম খাবার দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। বাজার করা, রান্না করা, খাবার পরিবেশন করা, বাসন ধোওয়া সহ সমস্ত কাজই এঁদের করতে হয়। অথচ তাঁদের মাসিক বেতন মাত্র ১৫০০ টাকা। দিন হিসাবে বেতন ৫০ টাকা, যা দিয়ে দু’বেলার নিরামিষ ভাতটুকুও জুটবে না। এই সামান্য ভিক্ষাটুকুও দেওয়া হয় বছরে দশ মাস। বাকি দু’মাস গরমের ছুটি ও পুজোর ছুটির অজুহাতে দেওয়া হয় না। এই হল ‘সোনার বাংলা’র প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজেপি সরকারের আচরণ। এই বৈষম্যমূলক আচরণ কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকার বছরের পর বছর ধরে করে চলেছে। করোনা অতিমারির সময়েও মিড-ডে মিল কর্মীদের কোনও রকম সাহায্য দেওয়ার প্রয়োজনবোধ করেনি কোনও সরকার। আশা, অঙ্গনওয়াড়ি ও পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের সামান্য বেতন বৃদ্ধি হলেও মিড-ডে মিল কর্মীদের ২০১৩ সালের পর থেকে বেতন বৃদ্ধি করেনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার। শুধু তাই নয়, এই প্রকল্পকে বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

অশোক দাস বলেন, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলন থেকে শিক্ষা নিয়ে দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত লাগাতার দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন আপনাদের গড়ে তুলতে হবে। সঠিক পথে ও সঠিক নেতৃত্বে আন্দোলনই শ্রমজীবী মানুষের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, রাজ্য সরকার না দেওয়া দু’মাসের বেতন এ’বছর দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। ইউনিয়নের দাবি আগামী দিনেও তা দিতে হবে।

দিল্লির কিসান প্যারেডের সমর্থনে সংহতি মিছিল

মুর্শিদাবাদ ঃ ট্রাক্টর নিয়ে কিসান প্যারেডের প্রতি সংহতি জানিয়ে ২৮ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির ডাকে বহরমপুর শহরের খাগড়া চৌরাস্তা মোড়ে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশ থেকে মিছিল শুরু হয়ে শহর পরিক্রমা করে। জেলার বিভিন্ন ব্লক থেকে কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুব মহিলারা দলে দলে এই মিছিলে সামিল হন। মিছিল শেষে টেক্সটাইল কলেজ মোড়ে সভা হয়। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সাধন রায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও এআইকেকেএমএস-এর জেলা সম্পাদক কমরেড মনিরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড দেবাশীষ চক্রবর্তী। প্রোগ্রেসিভ কালাচারাল অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

পশ্চিম বর্ধমান ঃ দিল্লিতে যে হাজার হাজার ট্রাক্টর নিয়ে লাখো কৃষক তাদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে শত বাধা বিপত্তি উপেক্ষা করে, তার সমর্থনে ২৬ জানুয়ারি পশ্চিম বর্ধমান জেলার উখড়ায় মিছিল ও পথসভা হয়। নেতৃত্ব দেন দলের লোকাল সম্পাদক কমরেড সব্যসাচী গোস্বামী, এআইকেকেএমএসের জেলা ইনচার্জ কমরেড দনা গোস্বামী এবং এআইইউটিইউসি-র পক্ষে কমরেড ইন্তিহাজ হোসেন।

কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান

বক্তব্য রাখেন দলের জেলা কমিটির সদস্য ও এআইকেকেএমএসের ব্লক কমিটির সভাপতি কমরেড প্রভাতী গোস্বামী এবং এআইইউটিইউসি-র পক্ষ থেকে কমরেড বাবলা ভট্টাচার্য। তিনি এই কৃষক আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং কর্পোরেট হাউসের বিরুদ্ধে গণকমিটি গঠন করে দিকে দিকে দুর্বার গণআন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

উখড়া, পশ্চিম বর্ধমান

নদিয়া ঃ টালবাহানা না করে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে এবং ২৬ জানুয়ারি ট্রাক্টর মিছিলে ও দিল্লির বিভিন্ন বর্ডারে কৃষকদের উপর পুলিশের ভয়-ভীতি ও আক্রমণের বিরুদ্ধে নদিয়ার শান্তিপুরে ২৮ জানুয়ারি ডাকঘর মোড়ে ধিক্কার সভা হয়। বক্তব্য রাখেন এসইউসিআই (সি)-এর জেলা কমিটির সদস্য অঞ্জন মুখার্জি এবং শান্তিপুর লোকাল কমিটির সম্পাদক দুলাল দে।

ইসলামপুর ঃ উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর শহরে ২৬ জানুয়ারি কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে ট্রাক্টর র‍্যালি। নেতৃত্বে ছিলেন দুলাল রাজবংশী, সুজনকৃষ্ণ পাল, মহমুদ্দিন, দীনেশ ধীবর সিংহ প্রমুখ। মিছিল বাস টার্মিনাল থেকে শুরু হয়ে কৃষি বাজারে শেষ হয়।

ইসলামপুর, উত্তর দিনাজপুর

দিল্লির কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে মেদিনীপুর শহরে লাঙল কাঁধে মিছিল। ২৬ জানুয়ারি

বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী কর্পোরেট বান্ধব তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে ৩১ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুর জেলা এ আই ইউ টি ইউ সি-র পক্ষ থেকে রায়গঞ্জ শহরে কালা কৃষিনীতির প্রতিলিপি পোড়ানো হয়। অগ্নিসংযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস।

হস্টেল কর্মচারীদের স্মারকলিপি পেশ

২৭ জানুয়ারি নদিয়া জেলার তফসিলি জাতি-উপজাতি আশ্রম হস্টেলে কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানের দাবিতে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্থায়ীকরণ, মজুরি বৃদ্ধি, পুজোর বোনাস সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট আধিকারিকের কাছে হস্টেল কর্মীরা স্মারকলিপি তুলে দেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড সুনির্মল দাস, রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ ব্যানার্জী এবং কমরেড নমিতা প্রামাণিক।

ধর্ষক ও খুনির শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় পটাশপুরের অমরপুরে পাঁচ বছরের শিশুকন্যার ধর্ষক ও খুনির কঠোর শাস্তির দাবিতে ২৫ জানুয়ারি ছাত্র, যুব ও মহিলা বিক্ষোভ।

কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থরক্ষার দামামা

একের পাতার পর

সন্দেহজনক পরিসংখ্যান এবং অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের ভুয়া দাবি। 'আত্মনির্ভর ভারত' তৈরির নামে বাজেটে দ্রুত প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রের আরও বেসরকারিকরণের রোডম্যাপ তুলে ধরা হয়েছে, যা থেকে সামাজিক কল্যাণ এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিমা ও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রও বাদ যায়নি।

প্রসঙ্গত, দেশের অন্নদাতা এবং জনসংখ্যার ৭০ শতাংশেরও বেশি কৃষকসমাজ কীভাবে প্রবল শীত, সরকারি হামলা ও ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে ঐতিহাসিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, গোটা দেশ তা দেখছে এবং জনগণও বিপুল ভাবে তাকে সমর্থন জানাচ্ছে। কর্পোরেট স্বার্থবাহী তিনটি কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনে ইতিমধ্যেই ১৫৩টি মূল্যবান প্রাণ বলি হয়েছে। অথচ, কৃষকদের ন্যায্য দাবি অবহেলা করার সরকারি স্বৈরাচারী মনোভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে এই আন্দোলন সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেননি। পরিবর্তে তিনি গত এক বছরে কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দেওয়া হয়েছে বলে কিছু পরিসংখ্যান দিয়েছেন, যা প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। এর দ্বারা তিনি কৃষকদের প্রতি সরকার কতটা সহানুভূতিশীল তা দেখাবার চেষ্টা করলেও কঠোর বাস্তব তার সম্পূর্ণ বিপরীত এবং জনগণ তা জানে।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি ও ব্যাঙ্কে সুদের ক্রমহ্রাস মধ্যবিত্ত করদাতাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ করলেও প্রত্যক্ষ কর কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন আনা হয়নি। সুতরাং কেন্দ্রীয় বাজেট এ-কথা পরিষ্কার করে দিল যে, এ সরকার দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজিগোষ্ঠীর শ্রেণিস্বার্থের সেবা করতেই দায়বদ্ধ— যে শ্রেণি সাম্প্রতিক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এমনকি অতিমারির সময়েও তাদের সম্পদ বহু গুণ বাড়িয়ে নিয়েছে। ফলে 'আত্মনির্ভর ভারত' আসলে একটি মধুর বাক্য যা দিয়ে কর্পোরেট নির্ভর ভারতের আসল বাস্তবকে আড়াল করার চেষ্টা হল।

জনগণের চরম এই দুর্দশার দিনেও শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির দ্বারা নির্দেশিত এই জনবিরোধী বাজেটের আমরা তীব্র নিন্দা করছি এবং ভুক্তভোগী দেশবাসীকে বিজেপি সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বৈরাচারী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলতে আহ্বান জানাচ্ছি।"

ব্রিটেনের কৃষকরা দাঁড়ালেন ভারতের কৃষক আন্দোলনের পাশে

‘দুনিয়ার মজদুর এক হও’, শ্রমিক আন্দোলনের একটি সর্বজনগ্রাহ্য স্লোগান। এবার স্লোগান উঠছে দুনিয়ার কৃষক এক হও। উঠবেই।

কারণ, বিশ্বজুড়েই কৃষিতে নেমে আসছে দেশি-বিদেশি বহুজাতিক পুঁজির আক্রমণ। তার বিরুদ্ধে লড়াইও তাই আন্তর্জাতিক চরিত্র নেবে। এক দেশের শোষিত মানুষ আরেক দেশের শোষিত মানুষের সংগ্রামের পাশে দাঁড়াবে। একেই বলে শোষিত শ্রেণির সহমর্মিতা।

দিল্লিতে কৃষকমারা ও কর্পোরেটমুখী তিনটি কালা কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষকরা দু’মাসেরও বেশি সময় ধরে যে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, তার প্রতি সংহতি জানিয়ে আন্দোলনে নামলেন ব্রিটেনের কৃষকরা। হাতে কোদাল-কাস্তে-বেলচা ও অন্যান্য কৃষি-উপকরণ নিয়ে তাঁরা খেতের মধ্যে নেমে পোস্টার হাতে নিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন দেশের নানা প্রান্তে।

প্রবল শীতে, নানা রোগে এবং পুলিশের আক্রমণে দিল্লিতে ইতিমধ্যেই দেড় শতাধিক কৃষক শহিদের মৃত্যু বরণ করেছেন। কৃষকদের অনমনীয় দৃঢ়তার কাছে হার মেনেছে সরকারের সমস্ত ঘৃণ্য কারসাজি, প্রতারণা। বিজেপি সরকারের ন্যক্কারজনক আচরণে তীব্র ধিক্কার জানিয়েছেন ব্রিটেনে আন্দোলনরত কৃষকরা।

এ দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা ব্রিটেনের কৃষকরাও কৃষিতে কর্পোরেট মালিকের চরম শোষণে বিপদগ্রস্ত হাজার হাজার কৃষকের দিল্লিতে ট্রাক্টর প্যারেড দেখে প্রবল উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। সোশাল মিডিয়াতে আন্দোলনের ছবি পোস্ট করে তাঁরা এই আন্দোলনের প্রতি সংহতি জ্ঞাপন করেছেন। ব্রিটেনে হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্র এবং মধ্যচাষি ও খেতমজুর এই আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করে তিনটি কৃষি আইনের ক্ষতিকর দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্রিটিশ বিদেশ সচিব এবং নরেন্দ্র মোদি সরকারকে চিঠি দিয়েছেন। উভয় সরকারই যাতে ক্ষুদ্র চাষিদের কথা ভুলে গিয়ে কর্পোরেট মালিকদের হাতে কৃষিকে পুরোপুরি ছেড়ে না দেয়, সেই দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

(সূত্রঃ স্ক্রোল.ইন, ২৬ জানুয়ারি, ’২১)

ত্রিপুরায় শিক্ষকদের উপর বিজেপি সরকারের বর্বর হামলার প্রতিবাদ

ত্রিপুরায় শিক্ষকদের উপর নৃশংস আক্রমণ চালাল বিজেপি সরকারের পুলিশ। ২৭ জানুয়ারি বিজেপি দেখিয়ে দিল সরকারে বসলে তাদের বর্বর, জনবিরোধী রূপ কীভাবে নগ্ন হয়ে ফুটে বেরোয়।

ত্রিপুরার ১০ হাজার ৩২৩ জন শিক্ষক ৫১ দিন ধরে রাজধানী আগরতলায় সিটি সেন্টারের সামনে অবস্থান করছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধি তাঁদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা প্রকাশও করেননি। বিগত সিপিএম সরকারের গাফিলতিতে এই শিক্ষকরা চাকরি হারিয়েছিলেন। বিজেপি সরকারে এসে তাঁদের চাকরির সমস্যার সমাধানের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তা রক্ষা করেনি।

২৭ জানুয়ারি সকালে ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ প্রথমে শিক্ষকদের অবস্থানের ছাউনি ভেঙে দেয়। তাঁদের একাংশকে আর কে নগরে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখে। অবশিষ্ট শিক্ষকরা আবার জড়ো হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসের কাছে শান্তিপূর্ণ অবস্থান শুরু করেন। তৎক্ষণাৎ রাজ্য পুলিশের আই জি স্বয়ং শিক্ষকদের উপর পুলিশি হামলা শুরু করার নির্দেশ দেন। জলকামান, টিয়ার গ্যাস, লাঠি চালিয়ে শিক্ষকদের রক্তাক্ত করে দেয় পুলিশ। বহু শিক্ষক আহত হয়ে রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন, শিক্ষিকারাও মারাত্মক আহত হন।

এসইউসিআই(সি) ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে ওই দিন এক প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়— বিজেপি সরকারের এই স্বৈরাচারী আচরণ রাজ্যের মানুষ মেনে নেবে না। দলের পক্ষ থেকে সমস্ত চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের স্থায়ী চাকরি ও দোষী পুলিশদের শাস্তি দাবি করা হয়েছে। রাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অধিকার খর্ব করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এসইউসিআই(সি) এবং যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও দাবি করেছে, ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে।

খড়গপুরে ডিআরএম ডেপুটেশন

রেলের জায়গায় দোকানদার ও বস্তিবাসীদের লিজ বা ভাড়া দেওয়া, হকার আইনে রেলের ক্ষেত্রকে যুক্ত করা, দোকানদারদের পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ করা চলবে না, রেলের বেসরকারিকরণ বন্ধের দাবিতে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে দোকানদার কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে ২০ জানুয়ারি জাতীয় হকার্স দিবসে খড়গপুরে রেলের ডিআরএম অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি শশাঙ্ক শেখর মাইতি। বক্তব্য রাখেন সমিতির সম্পাদক গোপাল মাইতি, সহ সভাপতি শঙ্কর মালাকার, সারা বাংলা হকার্স ইউনিয়নের সম্পাদক শান্তি ঘোষ, সহ সভাপতি অমল মাইতি। বিভিন্ন স্টেশন থেকে প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। শান্তি ঘোষের নেতৃত্বে পাঁচ জনের প্রতিনিধি দল ডিআরএম ডেপুটেশন দেন। ডিআরএম দাবিগুলি বিবেচনা করার আশ্বাস দেন। প্রায় সহস্রাধিক দোকানদার সমাবেশে যোগ দেন।

পশ্চিমবঙ্গ সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলন

কাজের স্থায়িত্ব, ৬০ বছরের কাজের নিশ্চয়তা, অবসরকালীন সুরক্ষা সহ বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলনে সামিল হল পশ্চিমবঙ্গ সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের পক্ষ থেকে ২৭ জানুয়ারি কলকাতার রামলীলা পার্কে জমায়েত করে, বিধানসভা ও নবান্ন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার সহ

দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলা থেকে হাজার হাজার সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার্স বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। সংগঠনের এক প্রতিনিধিদল বিধানসভার স্পিকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি দাবিপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু সংগঠনের পক্ষ থেকে আশ্বস্ত না হওয়ায় তারা পুনরায় রামলীলা ময়দান থেকে নবান্নের উদ্দেশ্যে মিছিল শুরুর উদ্যোগ নিলে বিশাল পুলিশবাহিনী ডিসি সেন্ট্রাল-এর নেতৃত্বে পার্কের দুটি গেট আটকে দেয়। অবরুদ্ধ ভলান্টিয়ার্সরা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরে অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা নির্মল মাঝি, সভাপতি রেজাউল করিম ও সম্পাদক ওবায়দুল ইসলামের নেতৃত্বে রাজ্য প্রতিনিধি দল শ্রমমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি দাবিগুলি বিবেচনার আশ্বাস দিলে বিক্ষোভ তুলে নেওয়া হয়।

অ্যাসোসিয়েশনের উপদেষ্টা সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল মাঝি, নিতাই বসাক, প্রণয় সাহা বক্তব্য রাখেন। ১০ দিনের মধ্যে রাজ্য সরকারের তরফে সদর্থক ভূমিকা দেখা না গেলে সংগঠন বৃহত্তর আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হবে বলে তাঁরা হুঁশিয়ারি দেন।

অবিলম্বে স্কুল খোলার দাবি শিক্ষকদের

প্রাথমিক শিক্ষক, যাঁরা নিজের জেলার মধ্যেই বাড়ি থেকে বহু দূরের স্কুলে কাজ করেন, তাঁদের বাড়ির কাছের স্কুলে বদলির বিষয়ে রাজ্য সরকার নীরব। অতিমারির জন্য দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকায় ছাত্রছাত্রীদের পঠন-পাঠনের ক্ষতি চরমে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে স্কুল খোলা ও সঠিক বদলি নীতি প্রবর্তনের দাবিতে ১৯ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুরের ডিআই-কে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। এমএসকে, এসএসকেগুলিকে বিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া, তার কর্মীদের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্তি, জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ বাতিলের দাবিও তোলেন শিক্ষকরা।

এগরায় বিদ্যুৎ গ্রাহক সম্মেলন

পূর্ব মেদিনীপুরের এগরায় অল বেঙ্গল ইলেক্ট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা)-র চোরপালিয়া কাস্টমার কেয়ার সেন্টার কমিটির আহ্বানে ২৮ জানুয়ারি নেগুয়ায় গ্রাহক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় বিদ্যুৎ আইন-সংশোধনী-২০২০ বাতিল সহ বিনামূল্যে কৃষি বিদ্যুৎ সরবরাহ, ১০০ ইউনিট পর্যন্ত গৃহস্থ গ্রাহকদের বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়। বিজেপি সরকারের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে সম্মেলনে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের জেলা অফিস সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়ক, মহকুমা সম্পাদক সনাতন গিরি প্রমুখ। ১৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় বিদ্যুৎ গ্রাহকদের রাজ্য সম্মেলন সফল করার আহ্বান জানান তাঁরা।

পাঠকের মতামত

পরাক্রম দিবস

এখন থেকে নাকি নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্মদিন ২৩ জানুয়ারি ‘পরাক্রম দিবস’ হিসাবে সূচিত হবে। এমনই ঘোষণা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের। আগামী বছরের ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ঘটা করে নানা কর্মসূচি পালনের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে কমিটিও গঠিত হয়েছে।

কিন্তু স্বাধীনতার ৭৪ বছর পর নেতাজিকে নিয়ে বিজেপি নেতাদের এমন বোধোদয় কেন? তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, নেতাজির চিন্তা ও আদর্শের সঙ্গে বিজেপির চিন্তা ও আদর্শের কোনও মিল আছে কি? তা যদি না থাকে তবে কেন এই শ্রদ্ধা প্রদর্শনের ঘটা? ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, ক্ষমতায় এলে বছরে ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেবেন। বিদেশ থেকে কালো টাকা উদ্ধার করে প্রত্যেক ভারতবাসীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৫ লক্ষ টাকা করে জমা করে দেবেন। এমনই আরও নানা প্রতিশ্রুতি। ভোট শেষে দেখা গেল, প্রতিশ্রুতির রং-বেরঙের বেলুনগুলো চুপসে মাটিতে লুটোচ্ছে। দলের আর এক শীর্ষ নেতা অমিত শাহকে এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, এ সবই ‘জুমলা’, অর্থাৎ কথার কথা। এমন কথা ভোটের আগে না বললে নাকি ভোট পাওয়া যায় না। এ তো মিথ্যাচারের নির্লজ্জ ওকালতি! এই যাঁদের দর্শন তাঁরা কি নেতাজি, ক্ষুদিরামদের শ্রদ্ধা জানাতে পারেন? শ্রদ্ধা জানাতে পারেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথদের? নেতাজির আদর্শ অনুসরণ করে আত্মনির্ভর ভারত গড়া হচ্ছে বলে ঢালাও প্রচার করছেন বিজেপি নেতারা। এই প্রচারের মাধ্যমে বাস্তবে নেতাজির আসনে মোদিজিকে বসাতে চাইছেন বিজেপি নেতারা। এ একদিকে যেমন সমগ্র দেশবাসীর সাথে প্রতারণা, তেমনি নেতাজির প্রতিও চরম অবমাননা।

২৩ জানুয়ারি ‘পরাক্রম দিবস’-এর সিদ্ধান্ত কীসের ভিত্তিতে? ‘দেশপ্রেম দিবস’, ‘দেশনায়ক দিবস’-এর প্রস্তাবগুলি বাতিল হল কেন? তা ছাড়া নেতাজির নামের সঙ্গে ‘পরাক্রম’ কেন? কীসের পরাক্রম? পরাক্রম অবশ্যই নেতাজির। নেতাজির ব্যক্তিত্ব, আদর্শনিষ্ঠা, হৃদয়ের প্রসারতা, চিন্তার গভীরতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা— এগুলি অবশ্যই তাঁর পরাক্রম। কিন্তু তাঁর এই পরাক্রমই তো স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে আরএসএসের ভ্রান্ত চিন্তা এবং স্বাধীনতা আন্দোলন বিরোধী কর্মকাণ্ডকে মাথা তুলতে দেয়নি! আরএসএস ১৯৪২ সালের ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। নেতাজি যখন ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ নিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ভারতে ঢুকছেন, তখন ব্রিটিশদের সঙ্গে আরএসএস-ও আজাদ হিন্দ বাহিনীকে রুখে দেওয়া ও পরাস্ত করার জন্য পরিকল্পনা করছিল। বর্তমান বিজেপির অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদরা তখন ভারতীয় যুবকদের, বঙ্গবাসী যুবকদের ব্রিটিশ বাহিনীতে যুক্ত করার প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলেন। আরএসএসের গুরুত্বপূর্ণ সঙ্ঘচালক এম এস গোলওয়ালকর দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রতিক্রিয়াশীল কাজ হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

আরএসএসের দৃষ্টিতে নেতাজি সহ স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই আমলের নেতা-কর্মী এবং বিপ্লবীরা ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল। অবশ্য তাঁদের এই চিন্তাকে সেদিন যেমন দেশের মানুষ প্রত্যাখান করেছিল, তেমনই সাম্প্রদায়িকতাকে মূলধন করে আরএসএসের এই রাজনীতির প্রত্যক্ষ বিরোধিতায় নেমেছিলেন নেতাজি স্বয়ং। ১৯৩৮ সালের ১৪ জুন কুমিল্লার এক সভায় বলেছিলেন, “... হিন্দুরা ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া ‘হিন্দু রাজের ধ্বনি’ শোনা যায়। এগুলি সর্বৈব অলস চিন্তা।” তার আগে ১৯২৮ সালের ১৩ এপ্রিল রাজশাহী শহরের জনসভায় এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, ‘হিন্দু ও মুসলমান স্বার্থ পৃথক— ইহার চেয়ে মিথ্যা বাক্য আর কিছু হইতে পারে না। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ইত্যাদি বিপর্যয় তো কাহাকেও রেহাই দেয় না।’ সুভাষচন্দ্র যখন রাজনীতিকে সবরকম ধর্মীয় চিন্তা থেকে দূরে সরিয়ে রাখার কথা বলছেন তখন আরএসএস নেতারা হিন্দুত্বের জয়গান করছেন, হিটলারের দর্শন ও কাজকর্মের জয়গান করছেন, ত্রিশের দশকের জার্মানিতে ইহুদিদের প্রতি অবর্ণনীয় নিষ্পেষণ, ঘৃণা ও হিংসাকে সমর্থনযোগ্য কার্যক্রম হিসাবে তুলে ধরছেন। সে সময়ও সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভারতবাসীর কাছে গ্রহণীয় আদর্শ চরিত্র, গোলওয়ালকর-সাভারকর-শ্যামাপ্রসাদরা ছিলেন ব্রাত্য।

এই আরএসএসের চিন্তার অনুসারী বিজেপি। সেদিন নেতাজির মত এবং পথের বিরোধিতা করে আরএসএস দাঁড়াতে পারেনি বলেই কি নেতাজির প্রতি দেশবাসীর গভীর আবেগকে ভোটের বাজারে কাজে লাগাতে আজ তাঁরা নেতাজিপ্রেমী সাজতে চাইছেন? তাঁদের হিন্দুত্বের পরাক্রমের সাথে মিলিয়ে নেতাজিকে পরাক্রমশালী হিসাবে তুলে ধরতে চাইছেন? কিন্তু কোনও ছলনাতেই দেশের মানুষ, বিশেষত বাংলার মানুষের মন থেকে তাঁরা তাঁদের কলঙ্কজনক ইতিহাস মুছে দিতে পারবেন না।

গৌরীশঙ্কর দাস, খড়্গপুর

স্কুল-কলেজে ড্রপ আউটের সংখ্যা বাড়বে

করোনা মহামারীর জন্য যে লকডাউন পর্ব চলছিল বর্তমানে তা শেষ হয়ে গেছে। আনলক পর্ব চলছে দীর্ঘ দিন ধরে। সমস্ত কিছুই খুলে গিয়েছে, শুধুমাত্র স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। করোনার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা লকডাউন পর্ব থেকে এখনও পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে।

যদিও এই করোনাকালে কিছু স্কুল অনলাইনে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু এই শিক্ষা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করতে পারেনি। কারণ অনেকের অত্যাধুনিক অ্যান্ড্রয়েড ফোন নেই, ল্যাপটপ নেই, কম্পিউটার নেই। সমস্ত জায়গায় পর্যাপ্ত পরিমাণে ইন্টারনেট পাওয়া যায় না। আবার যাদের আছে তারা তার যথাযথ ব্যবহারিক প্রয়োগ জানে না। এর ফলে অনলাইন ক্লাস থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বহু ছাত্রছাত্রী।

স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকলেও ভোটের প্রচারে সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি প্রকাশ্য মিছিল, মিটিং, জনসভা থেকে বিরত হচ্ছে না। পরিবহণ, রেল, বিমান, বাস, সবই স্বাভাবিক। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি অফিস, আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কলকারখানায় সবই খুলেছে।

স্কুল কলেজ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার ফলে ড্রপ-আউট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যাবে। পুনরায় পড়াশোনায় মনোনিবেশ করার মতো পরিস্থিতি থাকবে না। বহু অভিভাবকই পড়াশোনা সম্পর্কে সেভাবে সচেতন না হওয়ায় বহু ছাত্রছাত্রী স্কুলের শিক্ষকদের উপর নির্ভরশীল। তাই স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা যেমন পড়াশোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তেমনি পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে। পুনরায় ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলমুখী করা কঠিন হবে। বর্তমানে করোনা ভ্যাকসিন চলে এসেছে। এছাড়া আর্থিকভাবে সচ্ছল পরিবারগুলো প্রাইভেট টিউটরের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের পড়িয়ে শিক্ষার ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, তারা মূলত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার উপর নির্ভরশীল। তাই কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারকে এই শিক্ষার বিষয়ে সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলতে হবে। কোনও টালবাহানা না করে অবিলম্বে স্কুল কলেজ খোলা দরকার।

কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা পালন করছে না। আসলে ‘জাতীয় শিক্ষানীতি-২০-র সুপারিশ অনুযায়ী দীর্ঘদিন স্কুল-কলেজ বন্ধ রেখে অনলাইন শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার বেসরকারিকরণ করার চক্রান্ত চলছে। অথচ ভারতবর্ষের মাত্র ১৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী অনলাইন পরিষেবা নিতে পারে। ফলে শিক্ষার সুযোগ ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে পড়ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দাবি তুলেছিলেন সকলের জন্য শিক্ষা চাই, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনও বাধা হবে না। শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ অবৈতনিক। কিন্তু স্বাধীনতার ৭৪ বছর পর আজও তাঁদের সেই স্বপ্ন পূরণ হয়নি। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন ‘সূর্য যেমন সকলকে সমান ভাবে কিরণ দেয় এবং বৃষ্টির ধারা যেমন সবার ওপর সমান ভাবে ঝরে পড়ে, শিক্ষাও তেমনি সকলের জন্য সহজলভ্য হবে।’ গান্ধীর সেই স্বপ্নের বিপরীতে দাঁড়িয়ে বুর্জোয়া শাসকবর্গ শিক্ষাকে বেচাকেনার পণ্যে পরিণত করেছে। বর্তমানে করোনা মহামারীর সংক্রমণ ক্রমশ কমছে এবং জনজীবন স্বাভাবিক হচ্ছে। তাই কোনও প্রকার বিলম্ব না করে অবিলম্বে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা হোক।

শ্যামল দত্ত, রায়গঞ্জ

দেশবাসীর প্রতি এআইকেকেএমএসের আবেদন

প্রিয় সাথী,

দিল্লির চলমান কৃষক আন্দোলন সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মনে এক অভূতপূর্ব আশার সঞ্চার করেছে। এই আন্দোলনে আমরা প্রত্যক্ষ করলাম এক অবিস্মরণীয় শৌর্য যা সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছে অভীষ্ট লক্ষ্যে। দেশের মানুষ প্রত্যক্ষ করল ১৫৩ জন কৃষকের আত্মবলিদানের মুহূর্তগুলি। এই আন্দোলন গড়ে উঠেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের কৃষক বিরোধী, কর্পোরেটপন্থী তিন কালা কৃষি আইন এবং বিদ্যুৎ বিল-২০২০ সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহারের দাবিতে। আন্দোলনকে সবরকম সমর্থন এবং সহযোগিতা করেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ— নারী-পুরুষ, ছাত্র-যুবক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমজীবী মানুষ। তাঁদের ঐকান্তিক সমর্থন এই লড়াইকে আরও প্রেরণা দিয়েছে, উৎসাহিত করেছে।

আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার সব রকম পদক্ষেপ নিয়েছিল। দমন-পীড়ন, বিভাজনের রাজনীতি, আলোচনার নামে অহেতুক সময় নষ্ট, সুপ্রিম কোর্টকে দিয়ে স্থগিতাদেশ দেওয়ানো ইত্যাদি কোনও পদক্ষেপই তারা বাদ রাখেনি। এসবই তারা করেছে কৃষকদের নিরাশ এবং বিভ্রান্ত করার জন্য। চূড়ান্ত পদক্ষেপ তারা গ্রহণ করল ২৬ জানুয়ারি। জাতীয় জীবনের এই বিশেষ দিনে বিজেপি সরকার চক্রান্ত করে কয়েকজন প্ররোচককে অনুপ্রবেশ করিয়ে আন্দোলনকে বিপথগামী করতে সচেষ্ট হয়েছিল। বিজেপি-আরএসএস সংযুক্ত কিসান মোর্চার বাইরে থাকা এক ছোট অংশের কৃষকদের বিভ্রান্ত করে অন্য পথে চালিত করে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করতে চেয়েছিল।

এই মুহূর্তে আরএসএস-বিজেপির কর্মী এবং গুণ্ডাবাহিনী ব্যাপক সংখ্যায় জড়ো হয়ে আধা সামরিক বাহিনীর সাহায্যে এই আন্দোলন ধ্বংস করার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। যে কোনও মুহূর্তে এই সশস্ত্র ফ্যাসিস্ট বাহিনী সিংঘু, টিকরি, গাজিপুর ইত্যাদি সীমান্তে অবস্থানরত কৃষকদের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনতে পারে।

গাজিপুর সীমান্তের ধরনা মঞ্চ এই মুহূর্তে দাড়িয়ে আছে আক্রমণের প্রবল ঝুঁকির সামনে, যদিও অনমনীয় সংগ্রামী কৃষকরা আন্দোলনের ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে যে কোনও মূল্য দিতে প্রস্তুত।

আমরা দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে আবেদন করছি, আপনারা এগিয়ে আসুন, বিজেপি সরকারের এই ফ্যাসিস্ট চক্রান্তকে প্রতিহত করুন এবং এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সর্বপ্রকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিন।

সত্যবান (সর্বভারতীয় সভাপতি)
শঙ্কর ঘোষ (সাধারণ সম্পাদক)

২৮ জানুয়ারি, ২০২১

কৃষি আইন বাতিলে নরেন্দ্র মোদির আসল বাধা কোথায়

পূর্ব প্রকাশিতের পর

(৩)

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার জন্য আদানি-আম্বানিদের কাছ থেকে যা পেয়েছেন, তা শোধ করতে তিনি তাদের কাছে দায়বদ্ধ। তাই আইনগুলি পাশ করাতে তিনি সংসদের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেননি, তার আগেই করোনা-জনিত লকডাউনের সুযোগ নিয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করে ফেলেছিলেন। সংসদের অধিবেশন শুরু হওয়া পর্যন্ত তার অপেক্ষা না করার কারণ আজ সহজেই বোঝা যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আদানিরা বিশাল বিশাল গুদাম, সাইলো, হিমঘর তৈরি করে ফেলেছে। আসলে তর সইছিল না সেই আদানিদের। তাই তাদের 'চৌকিদার' প্রধানমন্ত্রী তাদের নির্দেশ মতো আদেশ পালন করেছেন। এখন অভূতপূর্ব এই কৃষক আন্দোলনের চাপে সরকার দিশাহারা হলেও প্রধানমন্ত্রীর আসল প্রভুরা সেই আইনগুলি বাতিল করার নির্দেশ দিচ্ছেন না— এটাই নরেন্দ্র মোদির সমস্যা।

কৃষকরা আজ শুধু সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, আওয়াজ তুলছে কর্পোরেট পুঁজির বিরুদ্ধেও

শাসক শ্রেণির স্বার্থে ক্ষমতাসীন দলগুলি কাজ করতে গিয়ে জনবিরোধী নীতি গ্রহণ করে যখন জনপ্রিয়তা হারাতে থাকে, তখন তাদের প্রচারমাধ্যম আরেকটা বুর্জোয়া দলের পক্ষে প্রচার দিয়ে তাকে ক্ষমতায় আনার চেষ্টা করে। কিন্তু শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি আড়ালেই থেকে যায়। কিন্তু এবার কৃষকরা বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে বলার সাথে সাথে স্পষ্ট বলছেন মোদিজির সত্যিকারের প্রভু কারা। তাই শুধু সরকারের বিরুদ্ধেই নয়, আওয়াজ উঠেছে কর্পোরেট পুঁজির মালিক আদানি-আম্বানিদের বিরুদ্ধেও। সাথে সাথে ভগৎ সিং, নেতাজি, চন্দ্রশেখর আজাদ সহ আপসহীন ধারার বিপ্লবীদের কথাও তাঁদের মুখে মুখে উচ্চারিত হচ্ছে। উচ্চারিত হচ্ছে তাঁদের সংগ্রাম, তাঁদের অপূরিত স্বপ্নের কথা। নিজেদের জীবনের সংগ্রামের আগুন-ই তো মানুষের অনুভবকে সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল করে তোলে। পূর্বসূরী বিপ্লবীদের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়। একেই তো উন্নত সংস্কৃতি, উন্নত রুচি বলা হয়— যা মানুষকে নুতন মানুষে পরিণত করে ধীরে ধীরে। ঐতিহাসিক এ কৃষক আন্দোলন শুধু আন্দোলনের বিপুল সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে তাই নয়, দেশের ছাত্র-যুবক-তরুণ প্রজন্মসহ সংগ্রামী মানুষের মধ্যে জন্ম দিয়েছে নতুন মানুষ হয়ে ওঠার আবেগেরও। যদিও এ কথা সত্য যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জন্যই যে এই কর্পোরেট পুঁজির উত্থান— সে কথা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের বেশিরভাগের কাছে এখনও সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। কিন্তু সারা দেশের কৃষকদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া দানবীয় এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে গিয়ে শাসকদের স্বরূপ, তাদের নিষ্ঠুর হিংস্রতা, মিথ্যাচার, পুঁজি-মালিক কর্পোরেটদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের মরিয়া চেষ্টা তাঁরা নিজের চোখেই দেখছেন। এই মূল্যবান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দেশের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধীরে ধীরে সঠিক উপলব্ধি গড়ে ওঠার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। শুধু আন্দোলনকারী কৃষকদের মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষকেও তা বুঝতে সাহায্য করছে।

আন্দোলনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

এই আন্দোলনের সূচনা পর্ব থেকে আমাদের দল এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) ও কৃষক সংগঠন এ আই কে কে এম এস পশ্চিমবঙ্গ সহ সারা দেশে এই আন্দোলন সংগঠিত করতে সর্বশক্তি দিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ আই কে কে এম এস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান এবং সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আজ দিল্লির সীমান্তে আন্দোলনকারীদের সাথেই রাজপথে। সারা দেশেই দল এবং কৃষক সংগঠনের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে গড়ে তোলা হচ্ছে 'কৃষক কমিটি'। আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন করতে জেলায় জেলায় কৃষক ধরনা মঞ্চ, কৃষক আন্দোলন সংহতি মঞ্চ গড়ে তুলে সর্বস্তরের মানুষকে সামিল করা হচ্ছে। সারা দেশেই ২৫ সেপ্টেম্বর 'গ্রামীণ ভারত বনধ', ১৪ অক্টোবর 'কিসান প্রতিরোধ দিবস', ২৬ নভেম্বর শ্রমিক সংগঠনগুলির আহ্বানে সাধারণ ধর্মঘট এবং ৮ ডিসেম্বর 'সংযুক্ত কিসান মোর্চা' আহূত ভারত বনধে আমাদের দল ও কৃষক সংগঠনের কর্মীরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। কৃষকদের দিল্লি অভিযান শুরুর দিন কৃষক-কর্মীরা পায়ে পা মিলিয়ে ব্যারিকেডে অংশ নিয়েছে। হরিয়ানার এআইকেকেএমএস রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়করণজি সহ বহু সংগঠককে হরিয়ানা সরকার গ্রেফতার করে জেলে পাঠিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ থেকে সংগঠনের 'কিসান জাঠা' দিল্লির দিকে যাত্রা শুরু করলে যোগী সরকার উত্তরপ্রদেশের সীমান্তে খোলা আকাশের নিচে ৬৮ ঘণ্টা আটকে রাখে। কিন্তু আন্দোলনকারীদের অদম্য মানসিকতার ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার পথ ছাড়তে বাধ্য হয়। ৮ ডিসেম্বর সারা ভারত বনধ ভাঙতেও বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলি কোনও অপচেষ্টাই বাদ রাখেনি। সারা গুজরাট জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছে। উত্তরপ্রদেশের বদলাপুর দলীয় অফিসে পুলিশ হামলা চালিয়েছে, জৌনপুর জেলা সম্পাদক কমরেড রবিশঙ্কর মৌর্যকে গ্রেফতার করেছে, অনেককেই গৃহবন্দি করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক কমরেড অমরনাথকে অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার গ্রেফতার করেছে, ওড়িশার কটকে ৪৫ জন এসইউসিআই(কমিউনিস্ট) কর্মী সহ ৫৫ জন বামকর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার সহ অন্যান্য অ-বিজেপি সরকারগুলিও, আন্দোলনের প্রতি প্রবল জনসমর্থন দেখে মৌখিক সমর্থন করতে বাধ্য হলেও ধর্মঘটের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু কোনও কিছুই সর্বাত্মক ধর্মঘটের স্বতঃস্ফূর্ততাকে আটকাতে পারেনি।

দিল্লির বুকে সংগঠিত এই কৃষক আন্দোলনের জোয়ার সারা দেশে লড়াইয়ের নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করেছে। আজ শুধু পুরুষ কৃষকরাই নন, আন্দোলনে সামিল হয়েছেন অসংখ্য মহিলা। সঙ্গে এনেছেন তাঁদের শিশুসন্তানদেরও। সমাজের অন্যান্য পেশার মানুষ শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকরাও আন্দোলনের সমর্থনে সোচ্চার হয়েছেন। বিজ্ঞানী, ক্রীড়াবিদ সহ সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্ধত আচরণের প্রতিবাদে আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে সরকারি পদক খেতাব ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করছেন এবং অনেকে প্রাপ্ত পদক খেতাব ফিরিয়ে দিচ্ছেন। ছাত্র সংগঠন এআইডিএসও, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও, মহিলা সংগঠন এআইএমএসএস, শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি সহ দেশের বিভিন্ন ছাত্র-যুব-মহিলা-শ্রমিক সংগঠন সহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনও আজ আন্দোলনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দিল্লির চারপাশে অবস্থানরত কৃষকদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দলের মেডিকেল ফ্রন্টের চিকিৎসক-নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী সহ ডাক্তারদের বিভিন্ন সংগঠনও।

এই অভূতপূর্ব আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি ও সমর্থন জানিয়ে আমাদের দল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, একে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্দোলনকে দীর্ঘস্থায়ী রূপ দিতে হবে এবং সর্বত্র গড়ে তুলতে হবে 'ভলান্টিয়ার বাহিনী'। তারই ভিত্তিতে আমরা পশ্চিমবাংলার সমস্ত জেলায় অসংখ্য কৃষক আন্দোলন সংহতি ধরনা মঞ্চ সংগঠিত করেছি। দিল্লির কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত মোর্চা যেসব আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করছে সেগুলিকে সর্বত্র পালন করছে কৃষক কমিটি এবং ধরনা মঞ্চ কমিটিগুলি। দেশব্যাপী পালিত হয়েছে কৃষক আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবস, শহিদ দিবস, কৃষক সংহতি শপথ দিবস প্রভৃতি। এই কর্মসূচিগুলিতে সাধারণ মানুষ ব্যাপক সংখ্যায় সামিল হয়েছেন এবং আরও হাজারে-হাজারে সামিল হবেন।

আমরা মনে করি চাষিদের দাবি আদায় নির্বাচনের পথে হবে না। তাই এই আন্দোলনকে নির্বাচনের স্বার্থে আন্দোলনের মহড়া হিসাবে দেখা অত্যন্ত অন্যায় হবে এবং তা হবে আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। কিছু রাজনৈতিক দল সেই চেষ্টাই করে চলেছে। আজ প্রয়োজন হল, বামপন্থী ও যথার্থ গণতান্ত্রিক শক্তির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে এই আন্দোলনকে সঠিক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা, যাতে মোদি সরকার দাবি মানতে বাধ্য হয়।

তাই আমরা বামপন্থী দলগুলিকে আবেদন করব, সংযুক্ত কিষান আন্দোলনের পরিপূরক শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তুলে এই লড়াইকে শোষিত-নিপীড়িত মানুষের লড়াইয়ে পরিণত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে। এই ঐতিহাসিক আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য আমরা সকল অংশের মানুষের কাছেও আহ্বান জানাচ্ছি। তবেই এই মহতী আন্দোলনে রাজপথে ওঠা আওয়াজ সফল হবে— 'আমরা লড়ব, আমরা জিতব'। (শেষ)

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণার নলগোড়া-২ লোকাল কমিটির প্রবীণ পার্টি সদস্য কমরেড গোবিন্দ আহেরী ৫ জানুয়ারি ভোরে এন আর এস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পায়ের সমস্যা নিয়ে তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর।

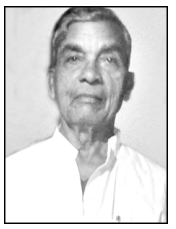

ষাটের দশকে কমরেড বাঁশিনাথ গায়েনের মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। পরে তেভাগা আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেতা কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর সাহচর্যে সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে যুক্ত করেন। এলাকার গরিব আদিবাসী সহ সাধারণ মানুষদের সংঘবদ্ধ করে সংগঠন গড়ে তোলার কাজের মধ্য দিয়ে নিজের চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেন। গরিব মানুষদের আপদে-বিপদে সর্বদা তাদের পাশে থাকতেন।

এ কাজ করতে গিয়ে তিনি বহু বার নানা আক্রমণের এবং মিথ্যা মামলার শিকার হয়েছিলেন। প্রবল দারিদ্রের মধ্যেও মামলার খরচ চালিয়েছেন, এমনকি কোনও সময় পরিবার অনাহারে থাকলেও আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠায় সংগঠনের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকার গরিব মানুষ তাদের একজন আপনজনকে হারাল এবং দল একজন সংগঠককে হারাল।

কমরেড গোবিন্দ আহেরী লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

যৌন হেনস্থা সংক্রান্ত বম্বে হাইকোর্টের রায় ন্যক্কারজনক

এ আই এম এস এস

বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি পুষ্পা বীরেন্দ্র গানেড়িওয়ালার পকসো আইন সংক্রান্ত নজিরবিহীন রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এআইএমএসএস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড কল্পনা দত্ত ২৯ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

বম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি পুষ্পা গানেড়িওয়ালা পকসো আইন সংক্রান্ত দুটি বিতর্কিত রায় দিয়েছেন মাত্র দু'দিনের ব্যবধানে। দু'টি পৃথক মামলার বিচারে এই দুটি রায় দেওয়া হয় যা দেশের সাধারণ মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। প্রথম রায়টি হল, কোনও শিশুর পোশাকের উপর থেকে কোনও অবাঞ্ছিত স্পর্শ যৌন হেনস্থার আওতায় আসবে না। ঠিক তার দুদিন পর আরও একটি বিতর্কিত রায়ে তিনি বলেছেন, কোনও নাবালক বা নাবালিকার প্যান্টের চেন খোলা বা পুরুষাঙ্গ দেখানো যৌন হেনস্থা নয়। এই দুটি রায়ই সারা দেশে প্রবল উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে, যা প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে শিশুদের নিরাপত্তাকে। এআইএমএসএস পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি মনে করে, এই রায় অপরাধীদের এই ধরনের হীন কাজ করার প্রবণতা বাড়িয়ে দেবে। আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে এই রায়ের তীব্র নিন্দা করছি এবং অবিলম্বে তা পুনর্বিবেচনার দাবি জানাচ্ছি।

রাজ্য সম্মেলনের প্রস্তুতি পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের

পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন হতে চলেছে আগামী মার্চ মাসে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে পৌরসভা ভিত্তিক কমিটি গঠন এবং জেলা কমিটি গঠিত হচ্ছে বিভিন্ন জেলায় এবং পৌরসভায়। জানুয়ারিতেই ৬টি জেলায় এবং ২০টি পৌরসভায় কমিটি গঠিত হয়েছে। ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ জেলায় কমিটি গঠন ও পৌরসভাগুলোতে কমিটি গঠিত হয়েছে।

পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের স্থায়ী কর্মীর স্বীকৃতি, প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদার দাবি, বিগত ১৩ সাল থেকে বসে যাওয়া সমস্ত পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের অবসরকালীন ভাতার দাবি, অবসরের বয়সসীমা ৬৫ বছর করা ও বেতন বৃদ্ধি এবং দ্রুত সরকারি নির্দেশনামা প্রকাশের দাবিতে আন্দোলন চলছে বলে জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের সভাপতি সুচেতা কুণ্ডু।

পঞ্চায়েত কর্মচারীদের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন

রাজ্য সরকারের গ্রামোন্নয়ন প্রকল্পগুলি কার্যকর করার দায়িত্ব ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত। রাজ্য সরকারের 'দুয়ারে সরকার' ও 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্প কার্যকর করতে কার্যত ২৪ ঘন্টাই তাদের নিযুক্ত থাকতে হচ্ছে। এজন্য দু-তিন জনের কাজ একজন কর্মচারীকে করতে হচ্ছে। অথচ জেলায় জেলায় প্রচুর শূন্যপদ, পদোন্নতি থমকে, নিয়োগ নিয়ে ডিএসএসসি-র কোনও উদ্যোগ নেই। ফলে কর্মচারীদের পারিবারিক জীবন, ব্যক্তিজীবন, রিক্রিয়েশন— সব কিছুই থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। এসব সত্ত্বেও পঞ্চায়েত কর্মচারীরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার। তাঁরা হেলথ স্কিম, ২০১৪-র অন্তর্ভুক্ত নন। ৮-১৬-২৫ বছরের কেরিয়ার অ্যাডভান্স স্কিম (সিএএস) তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। পরিচ্ছন্ন প্রমোশন পদ্ধতি নেই। ছুটির দিনে কাজ করলেও পরিবর্ত ছুটি বা সিসিএল প্রাপ্যের অধিকার তাদের নেই। এমনকী তাদের কর্মচারী হিসাবে পরিচয়পত্র পর্যন্ত নেই। এই সব সমস্যা সমাধানের দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির নেতৃত্বে ২৮ জানুয়ারি জেলাশাসক দপ্তরে ডেপুটেশন সংগঠিত হয়।

তার আগে জেলা পরিষদ অফিসের সামনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা সভাপতি কমরেড পঙ্কজ তাঁতি ডেপুটেশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন এবং ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা কমরেড শম্পা পাল স্মারকলিপি পড়ে শোনান ও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন।

জেলাশাসক এবং ডিপিআরডিও-র অনুপস্থিতিতে ডেপুটি ডিপিআরডিও ডেপুটেশন গ্রহণ করেন (ছবি)। তিনি সমস্যাগুলি মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। তিনি জানান, জেলা প্রশাসনের পক্ষে যে সব দাবিপূরণ করা সম্ভব সেগুলি পূরণের উদ্যোগ নেবেন এবং রাজ্যের বিষয়গুলি তিনি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠাবেন। তিনি বিশেষত শূন্যপদ পূরণ ও বদলি নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ডেপুটি ডিপিডিআরডিও-র সঙ্গে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কমরেড শম্পা পাল, কমরেড রাজেশ ঢালি, কমরেড অতনু বিশ্বাস, বিশ্বনাথ মণ্ডল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারি ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক কমরেড ইন্দুভূষণ গায়েন।

নদিয়া ঃ কাজের স্থায়ীকরণের ব্যবস্থা, ভাতা নয়, বেতন, অবসরকালে ৫ লক্ষ টাকা ও পেনশন প্রভৃতি নানা দাবিতে ২৭ জানুয়ারি জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন নদীয়া জেলার ত্রিস্তর পঞ্চায়েত কর্মচারীরা। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদক কমরেড ইন্দুভূষণ গায়েন, জেলা সম্পাদক কমরেড দেবাশীষ ব্যানার্জী এবং অজয় ঘোষ, শুভেন্দু বিশ্বাস, অমিত কুণ্ডু, হরেকৃষ্ণ মণ্ডল প্রমুখ।

কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দেশ জুড়ে সংহতি মিছিল, সমাবেশ

তিরুবনন্তপুরম, কেরালা। ২৬ জানুয়ারি

ইন্দোর, মধ্যপ্রদেশ। ২৬ জানুয়ারি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com